দৈনিক সংবাদ
১৪ ২০০২
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১ ...

অবরুদ্ধ ক্যাম্পাস, অবরুদ্ধ শহীদ মিনার

পুলিশ-বিডিআর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে রেখেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারও অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে তাদের উপর্যুপরি তাণ্ডবে। বুধবার নির্যাতনবিরোধী ছাত্রঐক্য টিএসসির সামনে সমাবেশ আহ্বান করলে পুলিশ- বিডিআর পুরো এলাকা ঘিরে রাখে এবং কাউকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়নি। সব মিলিয়ে বন্ধ ঘোষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একতরফা যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি করেছে সরকার তথা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে [illegible] দ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্তৃত্ব নেই। পুলিশ-বিডিআর যখন ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে রেখেছে তখন [illegible]কা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা-সমাবেশ করতে কোন বাধা নেই। পুলিশ কেন এরকম করেছে জানি না। প্রক্টর মহোদয়ের কথায় একটি সত্য বেরিয়ে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু খবরদারি করছে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের হুকুম তামিল করছেন মাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সঙ্কটের মূলে ছিলেন সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলাম। তদন্ত কমিটিও তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই দুই মহারথীর বিদায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কট কাটেনি। সরকার আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী-নজরুল ইসলামকে দিয়ে যা করাচ্ছিল এখন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও নতুন প্রক্টরকে দিয়ে তাই-ই করিয়ে নিচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ইউসুফ হায়দার বলেছিলেন, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পরই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে এবং সিন্ডিকেট একটি তারিখও ঘোষণা করেছিল। তারপর হঠাৎ করে সরকারের নির্দেশে অবৈধ পন্থায় অনির্দিষ্টকালের জন্য আবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে আন্দোলন করছে। সে আন্দোলন দমন করতেই ক্যাম্পাসে পুলিশ- বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। এতদিন সরকারিদলের নেতা-মন্ত্রীদের মুখে লম্বা লম্বা কথা শুনেছি— সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর বাস্তবে ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবি জানালে তা পুলিশ ও মস্তান দিয়ে স্তব্ধ করা হচ্ছে। এসব কিসের আলামত?

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ভৈরব সেতু উদ্বোধনকালে বলেছেন, বিরোধীদল চক্রান্ত করে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর এ অভিযোগের সঙ্গে বাস্তবের কি আদৌ মিল আছে? দেশের মানুষ দেখেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট কেন বন্ধ হয়েছে। বুয়েট বন্ধ হয়েছে সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠন ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধের কারণে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে ছাত্রীহলে মধ্যরাতে পুলিশি অভিযান চালানোর দায়ে। এ দু'টি ঘটনার সঙ্গে বিরোধীদলের কি যোগসূত্র থাকতে পারে? প্রধানমন্ত্রী কি বলতে চান ছাত্রদলের 'নির্বোধ' বালকেরা বিরোধীদলের পরামর্শেই ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধ করে এক নিরীহ ছাত্রীকে হত্যা করেছে? অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী খালেদা জিয়ার নিযুক্তিপত্র নিয়ে বিরোধীদলের স্বার্থে কাজ করেছে?

আসলে এসব অভিযোগের পেছনে কোন যুক্তি নেই। তথ্য-প্রমাণ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট সঙ্কট সরকারের সৃষ্টি, সরকারকেই তা সমাধান করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনই কেবল ধ্বংস করা হচ্ছে না, এ দু'টি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খুলে দেয়ার দাবিতে আন্দোলন করছে। সে আন্দোলন পুলিশ ও ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী দিয়ে স্তব্ধ না করে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

অবশেষে সরকার শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট ও ছাত্রীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা তুলে দিয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। একইভাবে বুয়েট কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর বহিষ্কারাদেশের যে 'স্থগিত খড়গ' ঝুলিয়ে রেখেছেন তা প্রত্যাহার করে নেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ছাত্রদের ওপর ঝোলানো খড়গ কিংবা মস্তান দিয়ে তাদের শায়েস্তা করার মানসিকতা কর্তৃপক্ষকে পরিহার করতে হবে। অন্যথায় তারা শিক্ষার্থীবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মহাক্ষমতাধর কর্তাব্যক্তি সাজতে পারবেন, শিক্ষাদানে বিন্দুমাত্র অবদান রাখতে পারবেন না। জনগণের প্রত্যাশা— বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালু রাখার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবেন, সরকারের বরকন্দাজ হিসেবে নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার স্বার্থে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তাদের কণ্ঠে সরকারের ইচ্ছে পূরণের বাণীই শোনা যায়। সরকারও সেভাবে জ্ঞানী-গুণীদের বাদ দিয়ে বেছে বেছে 'চামচা'দেরকেই নিয়োগ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদগুলোতে।

আরেকটি কথা। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রতীক। সঙ্কটে-সংগ্রামে আমরা এ মিনারের পাদদেশে ছুটে যাই। দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর প্রাণকেন্দ্র কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার; কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ তুচ্ছ অজুহাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটিও অবরুদ্ধ করে রেখেছে। পুলিশ এখানে শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ এমনকি অহিংস অনশন কর্মসূচি পালনেও বাধা দিচ্ছে। অথচ বাঙালির অহঙ্কার বলে খ্যাত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি বরাবর সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। একাত্তরের দখলদারি পর্ব ছাড়া পাকিস্তান আমলেও শহীদ মিনারে সভা-সমাবেশে কোন বাধা ছিল না; কিন্তু বিএনপি-জামাত সরকার হঠাৎ করে এই শহীদ মিনারকে কেন 'নিষিদ্ধ এলাকা' ঘোষণা করল তা আমাদের বোধগম্য নয়।

সবশেষে সরকারকে খোলাখুলি একটি কথা বলতে চাই, তারা যেন দেয়ালের লিখন পড়ে দেখেন। অতীতে কোন সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অবরুদ্ধ করে পার পাননি। এ সরকার যে পার পাবে তার নিশ্চয়তা কি?

অবিলম্বে এ অবরুদ্ধ অবস্থার অবসান হোক। খুলে দেয়া হোক বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স
ম্পা
দ
কী